Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার দু'জন সূফী-সাধক কৰি

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.6
Pages	84-111
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলার দু'জন সূফী-সাধক কবি

শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন

বাংলা-পাক-ভারত এ-বিরাট উপমহাদেশে অনেকগুলো আঞ্চলিক ভাষা ছিল এবং এখনও আছে, আর অনাগত দিনেও থাকবে বলে আশা করা যায়। আমাদের এ 'বাংলা ভাষা' এ উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেরই একটি ভাষা এবং অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের মধ্যে একটি। কিন্তু কী সীমাহীন সৌভাগ্য এ বাংলা ভাষার! 'বীণাপাণির' সুনজরে পড়ে আজ বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ বিরাট উপ-মহাদেশের এক কোণের এক কালের একটি অখ্যাত ভাষা 'বাংলা'র এই যে অসীম সৌভাগ্য---তা অপর কোন আঞ্চলিক ভাষার ভাগ্যে জোটেনি। এর কারণ কি? দেবী সরস্বতীর সুনজর অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষার উপর না পড়ে কেবলমাত্র আমাদের এক কালের একটি অখ্যাত ভাষা 'বাংলা'র উপর পড়লো কেন? কোন্ মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্ব 'দেবী বীণাপাণি'কে আহ্বান জানিয়ে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন? এ প্রশ্নগুলোর সদুত্তর ভবিষ্যতে পাবার আশায় বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পণ্ডিত ও গবেষকদের সমীপে পেশ করে আপাততঃ আমাদের মূল বক্তব্যের দিকে রওয়ানা হই।

বাংলার কি সাহিত্যিক কি রাজনৈতিক ইতিহাসের পণ্ডিতদের মনে পূর্বে নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও বোধ করি আজ আর কারও মনে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই যে, ''পনর শতকেই বাংলা ভাষা তার সাহিত্যিক রূপ নিয়ে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়''। সেই পনর শতক থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ ছয় শত বছর ধরে যেসব গুণী-জ্ঞানী কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে 'রাজ-আসন' লাভে নিজেদের সর্ব-শক্তি ও প্রবল প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন---তাঁদের সকলের খবর আমরা পাইনি, যাঁদের খবর আমাদের গোচরীভূত হয়েছে তাঁদেরও হয়ত সকল সংবাদ আমাদের কাছে এসে ধরা দেয়নি। নানা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে তাঁদের প্রতিভার ফসল মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যাঁদের কিছু কিছু কথা মহাকালকে অতিক্রম করে আমাদের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা তাঁদের মধ্যে দু'জন সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করবো; এঁরা হলেন আঠারো শতকের প্রথম দিকের ও শেষ দিকের দু'জন সূফী-সাধক কবি; সূফীকবি শেখ চান্দ ও সূফীকবি সৈয়দ নুরুদ্দীন।

সূফী-কবি শেখ চান্দ

'তালিবনামা' কাব্যে আছে—

শুন্যে দম শুন্যে তন শুন্যে মোর আশা।
শুন্যে মেলা শুন্যে খেলা শুন্যে মোর বাসা॥
শুন্যে জাওঁ শুন্যে জীওঁ শুন্যে সব জিন্দা।
শাহদৌলাহ পীরের আজ্ঞায় কহে হীন চান্দা॥

এ 'হীন চান্দা' হলেন আমাদের কবি শেখ চান্দ। তিনি ছিলেন উপরোল্লিখিত সাধক-কবিদের অন্যতম। এ যাবৎ পণ্ডিতবর্গ তাঁর রচিত 'রসুল বিজয়', 'তালিবনামা', 'কিয়ামত নামা', 'হর-গৌরী সংবাদ' কাব্যসমূহের সন্ধান লাভ করেছেন। তাঁর 'রসুল বিজয়' কাব্যে আছে :

ফতে মোহম্মদ সুত শেখ চান্দ নাম।
গুরুর আজ্ঞায় রচে পঞ্চালী অনুপাম ।।

বুঝা গেল, কবির পিতার নাম ফতেহ্ মোহাম্মদ। কবির অপর কাব্যে 'কিয়ামতনামা'য় আছে :

মুরশিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হীন চান্দে।
এগারশবাইশ সন রচিল প্রবন্ধে ।।

জানা গেল, কবি শেখ চান্দ ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ আঠারো শতকের গোড়ার দিকে তাঁর কাব্যসমূহ রচনা করেছেন। কবির কাব্যে তাঁর মুর্শিদের নাম ঠিকানা পাওয়া গেলেও কবির নিজের ঠিকানা পাওয়া যায়নি। কবি তাঁর পিতার নাম দিয়েছেন, কিন্তু পিতার ঠিকানা দেননি। স্বীয় পীরের নিবাস সম্বন্ধে কবি বলেন—

পরগণে কাদবা নাম হুড়ুয়া গ্রামে ঘর।
তালুক ভূমি অল্পতান শিষ্য বহুতর ।।

কবি নিজের নিবাস সম্পর্কে নীরব থাকাতে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবকাশ দেখা দেয়। মরহুম সৈয়দ মুর্তজা আলীর মতে কবি দক্ষিণ সিলেটের অন্তর্গত ভানুগাছ পরগণার অধীন 'ভাগের হাট' গ্রামের অধিবাসী। ডক্টর এনামুল হকের মতে কবি 'ত্রিপুরা রাজ্যে'র বাসিন্দা। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে কবি কুমিল্লা জেলার পরগণে 'পাইট কারা'র অধিবাসী। আর অধ্যাপক আলি আহমদের মতে কুমিল্লার 'বাকসার' নামক স্থানে কবি সমাহিত। নীলিমা ইসলাম খানের মতে কবি শেখ চান্দ কুমিল্লা জেলার 'বরুড়া' থানার লোক। অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের প্রতি ছিলেন আস্থাহীন, তবে তিনি এ ব্যাপারে কোন নূতন আলোকপাত করার প্রয়াস পাননি। আমাদের মতে, সাধক কবি শেখ চান্দ নোয়াখালী জেলার ফেনী থানার অন্তর্গত ছোট ফেনী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী পরগণে 'বাবুপুর'-এর পূর্বাংশে অবস্থিত 'মৌজা শেখ চান্দপুর' প্রকাশ ''চান্দপুর'' গ্রামের বাসিন্দা। ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী অদূরে ফাজিলাঘাটের সন্নিকটেই একসময়ে ছিল কবির পিতা ফতেহ্ মোহাম্মদ-এর স্মৃতিবাহী 'তালুক ফতে মোহাম্মদ' নামীয় একটি তালুকের অস্তিত্ব। এ গ্রামের এক পুকুরের পূর্ব পাড়ে সামান্য জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে রয়েছে সাধক কবি হজরত শেখ চান্দ (রঃ) এর মাজার। মাজারের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে তাঁর পঞ্চম অধঃস্তন বংশধর পরগণে 'বাবুপুর' এবং পরগণে 'দাঁদারা'র অন্যতম জমীদার মনোহর আলী চৌধুরীর বিরাট পরিখা আর বিপুল আয়তন বিশিষ্ট আবাস বাটী। কথিত আছে যে, গত শতকের ষষ্ঠ দশকের জমীদার মনোহর আলী চৌধুরী স্বীয় পূর্ব-পুরুষ হজরত শেখ চান্দের 'মাজার' 'পাকা' করে দেয়ার মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু স্বপ্নযোগে এ কাজ না করার জন্য আদিষ্ট হয়ে তাঁর এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

শুনা যায়, পলাশী যুদ্ধের অনেক আগে ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুগীদিয়া ফেক্টরীর লোকজন নদীর তীরবর্তী জঙ্গল আবাদ করার সময়

তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করে। কবি প্রথম জীবনে ঘর সংসার করে পরে সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন। কবি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন---

দুনিয়ার জঞ্জাল ত্যাজি, মুর্শিদ আর পীর ভজি,
স্থষ্টি করি রসুল চরণ।

(রসুল বিজয়)

দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে পীর মুর্শিদের চরণ সেবা করে তিনি বার বছর সাধনার পরে সিদ্ধি লাভ করেন, কবি বলেন---

দোয়াদশ বর্ষ পরে বাড়িলেক জ্ঞান।
মুর্শিদ চরণ মধ্যে একিদা ইমান॥

(তালিব নামা)

মনে হয়, শেষ জীবনে কবি একেবারে 'মজ্জুব' (খোদা প্রেমে বেখোদ) হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, কবির নিজ পরগণা 'বাবুপুর'-এর উত্তর সীমান্তে তাঁর পীরের পরগণা 'কাদবা' অবস্থিত। নোয়াখালী জেলার এ 'বাবুপুর' পরগণায় তাঁর প্রায় সমসাময়িক কালে আরেকজন খ্যাতনামা সাধককবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি হলেন বহু গ্রন্থ-প্রনেতা রজ্জক-নন্দন কবি আবদুল হাকিম, যাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আমরা অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হতে দেখি :

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥

পরগণে 'বাবুপুর'-এর দক্ষিণদিকস্থ পরগণে 'যুগীদিয়া'র সূফী-কবি মোহাম্মদ কাসিম (১৭৩০-১৮০০), পূর্বদিকস্থ পরগণে বেদরাবাদ-এর কবি আবদুর রজ্জক (১৭৪০-১৮১০), পীর সৈয়দ আবু'র [ফেনীর প্রখ্যাত দরবেশ হজরত পাগলা মিয়া (রঃ) মৃত্যু ১৮৮৬ খ্রী. এঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ] শিষ্য সূফী-কবি নুরুল্লাহ ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি আজমতুল্লাহ (আধুনিক ফেনী থানার পরগণে বেদ্রাবাদের দক্ষিণাংশস্থ 'দৌলতপুর' গ্রামের বাসিন্দা) এবং উত্তর-পূর্বদিকস্থ পরগণে 'দান্দারা-এলাহাবাদে'র (আধুনিক ফেনী থানার পশ্চিমাংশস্থ 'বিরলী' গ্রামের) অপর একজন খ্যাতনামা সূফী-সাধক ও মহাপণ্ডিত কবি (যাঁর কথা পরে বলছি) শেখ চান্দের কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে ---আঠারো শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আর একটি কথা পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বিদ্বান-দের কথামত কবি শেখ চান্দ যদি ত্রিপুরা জেলা বা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী হতেন, তা' হলে কাব্যমধ্যে তিনি 'বাংলা সনে'র পরিবর্তে 'ত্রিপুরাব্দ' ব্যবহার করতেন; কিন্তু কবি তা করেন নি তাঁর কোন কাব্যে। সকল কাব্য মধ্যেই কবি শেখ চান্দ 'বাংলা সন' এর উল্লেখ করেছেন। কবি যে ফেনী নদী বিধৌত পূর্ব নোয়াখালী তথা ফেনী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, এটা তার আর একটি প্রমাণ।

কবি শেখ চান্দের বংশলতিকা নিম্নরূপ পাওয়া যায়* :

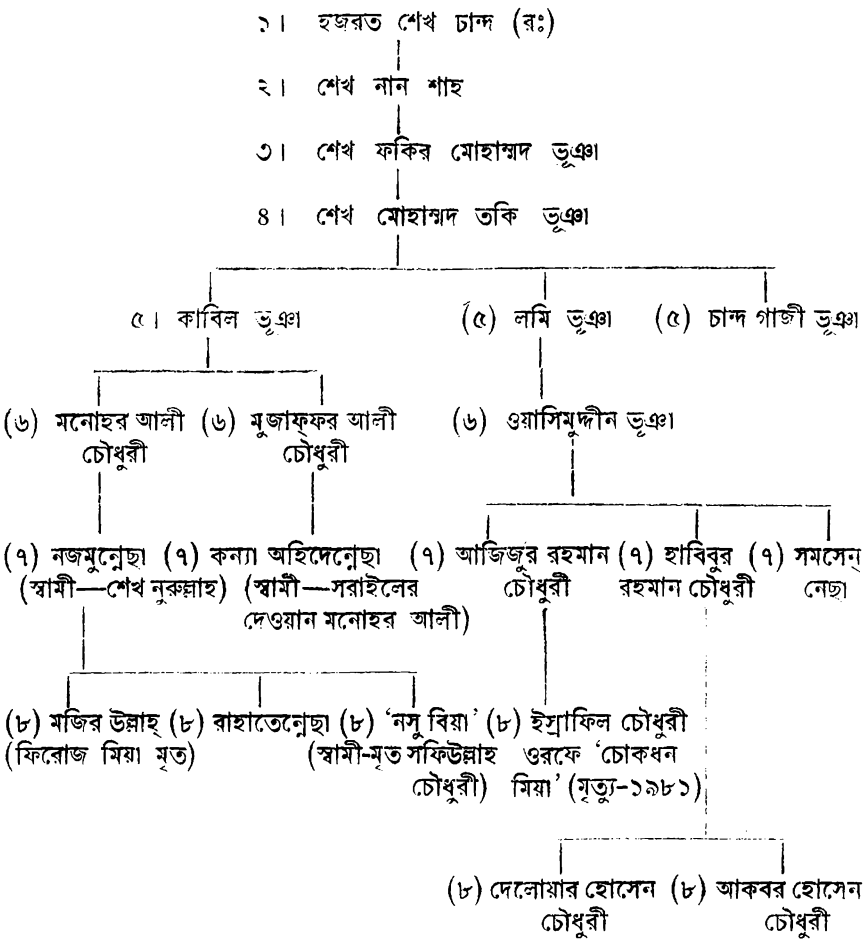

* আলোচ্য বংশলতিকা ১৯৭৯ সনে অশীতিপর বৃদ্ধ মরহুম ইস্রাফিল চৌধুরী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বংশধরদের থেকে জানা যায়, শেখ চান্দের পূর্ব পুরুষগণ কোরেশ বংশীয় আরব ছিলেন। (হজরত শেখ চান্দ (রঃ) এর 'মাজার' জেয়ারত করবার সৌভাগ্য এ অধমের হয়েছে।)

সূফী-কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন

আজ পর্যন্ত অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন এই সূফী কবি সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মরহুম ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"ধর্মগ্রন্থ রচয়িতা কবিদের মধ্যে সৈয়দ নুরুদ্দীন অবিসংবাদিত-রূপে শ্রেষ্ঠ। ... এই পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ইহার

কাব্য যেরূপ জ্ঞানগর্ভ ও মূল আরবী ফারসী অনুসারী, তেমনটি আর কোন গ্রন্থই নহে। ইহা হইতে মনে হয়, কবি জবরদস্ত আলিম ছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলির বহু প্রতিলিপি এখন দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বাংলা ও আরবী উভয়বিধ হরফে তাঁহার কাব্য দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল''। আমাদের জানা মতে আজ পর্যন্ত এ কবির চারখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে,—(১) দাকায়েকুল হাকায়েক; (২) মুছার সওয়াল; (৩) রাহাতুল কুলুব বা 'কিয়ামত নামা' এবং (৪) বুরহানুল আরেফীন বা 'হিতোপদেশ'। তন্মধ্যে 'দাকায়িকুল হাকায়েক' বিরাট গ্রন্থ। ২২টি অধ্যায়ে সমাপ্ত এ বিরাট গ্রন্থটি কবির **Magnum Opus**। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং ডক্টর আহমদ শরীফ এর মতে ইহা আরবী ভাষায় 'কনজুদ দাকায়েক' নামীয় হাফিজুদ্দীন নফ্‌সী (মৃত্যু-১৩১০ খ্রী.) কর্তৃক রচিত ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ। কিন্তু কবি হাফিজুদ্দীনের নাম নেননি, শুধু বলেছেন—

আছিলেন্ত আরবি বাঙ্গালা কহি এবে।
আমল করিয়া বুজ পাই নর সবে ॥

ডক্টর এনামুল হক বলেন-''মূল গ্রন্থের বহুভাষ্য বর্তমান। এই সমস্ত ভাষ্য কবি নূরুদ্দীন তাঁহার বাংলা 'দাকায়িক' গ্রন্থে কতদূর ব্যবহার করিয়াছিলেন বলা যায় না''। আমাদের মনে হয় কবি হাফিজুদ্দীন নফ্‌সীর অথবা অন্য কোন লেখকের আরবী মূল গ্রন্থের পুরাপুরি অনুসরণ করেছেন। হাফিজুদ্দীন নফ্‌সীর বই-এর নাম শুধুমাত্র 'দাকায়েক' আর আমাদের কবির গ্রন্থের নাম ''দাকায়েকুল হাকায়েক''। কবি বলেন —

পুস্তকের বয়াতে জথেক লিখা জাএ।
কদাঞ্চিত এক মিথ্যা ন বুজ সভাএ ॥
যে সকল মিথ্যা বুলি করে অহঙ্কার।
মুনাফিক কাফির আর দুরাচার ॥

এ বিপুল আকারের গ্রন্থটিকে বিদ্বানগণ শুধু মুসলমানদের 'নিত্য ও অবশ্য আচরণীয় শরিয়ত সম্পর্কিত ফিকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি 'দাকায়েকুল হাকায়েক' শুধুমাত্র শরিয়ত সম্পর্কিত ফিকাহ্ শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ হতে পারেনা। এ গ্রন্থে ইসলাম নির্ধারিত শরিয়ত সম্পর্কিত বিষয় (exetoric) ছাড়াও স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অর্থাৎ সুগভীর আধ্যাত্মিক (Asetoric) বিষয় সম্পর্কে বহু তত্ত্বপূর্ণ কথা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। যার ফলে, আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোক—কট্টর গোঁড়ারদল (Literalists) তাঁর গূঢ় রহস্যপূর্ণ বক্তব্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠে, ফলে কবিকে বাধ্য হয়ে তাদেরকে ''মুনাফিক'', ''কাফির'' আর ''দুরাচার'' বলে অভিহিত করতে হয়েছে। কাব্যে বর্ণিত কবির বক্তব্যসকল যদি পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুধুমাত্র 'প্রকাশ্যভাবে নিত্য ও অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি' সম্পর্কিত হত, তাহলে কোন পক্ষ থেকে তার বিরোধিতার কোন কারণ থাকার কথা ছিলনা। এতে সহজেই বুঝা যায় যে, কবির কাব্য মধ্যে এমন কোন বিষয়াদি বা বক্তব্য ছিল যা এক শ্রেণীর কট্টর শরিয়তপন্থী আলেম এবং তাদের অনুগামীগণ সহজে গ্রহণ করতে পারেনি; এটা কোন নূতন কথা নয়। 'তাছাওফ পন্থী' সূফীদের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর আলেম এবং তাদের অনুসারীরা চিরকালই ছিল,—এখনও আছে। কবির কাব্য যদিও মূলে বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়েছিল, কবির সূফীপন্থী অনুগামীর দল কর্তৃক তাঁর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ 'দাকায়েকুল হাকায়েক' কাব্যখানিকে সমাজে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য করার কারণে আরবী হরফে লিখারও বোধকরি প্রচেষ্টা চালান হয়েছিল, তবে এতে তাঁরা কতটুকু সফলকাম হয়েছেন বলা যায়না। হয়তবা তাঁর

জটিল তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলোকে বাদ দিয়ে বা বিনষ্ট করে বহু অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়নি। কাজেই যে-কোন কারণেই হোক আমরা কবির সকল বক্তব্য জানতে পারিনি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমরা বিশিষ্ট 'তাসাওফ'-তত্ত্ববিদ মরহুম খাজা খানের উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি 'দাকায়েকুল হাকায়েক' নামক তত্ত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বলেন— "The Theory of Emanation (as perfected by 'Shaykh-ul-Akbar', Mahiuddin Ibnul Arabi—the founder of 'Wajudiyyah School of Thought' 'পরম সত্তার চরম একত্ব', 'ওহাদাতুল অজুদ'—'অদ্বৈতবাদ') is a discussion of origin of things. It forms the province of Haqayiq (Greater Mysteries); the other province called Daqayiq (Lesser Mysteries) is related to the mystical side of sufi-ism. The material superstructure of sufi-ism has a Neo-Platonic basis ; the mystical side, the Daqayiq, is an original attempt at the elucidation of the mysteries of life and is purely Islamic in origin. ···The Daqayiq are really the theories of ascent (Taraqqiyat); and these are purely of Islamic origin. The theories are several and varied; for as the saying goes, "there are as many ways to God as there are souls of men" (al turuqu 'ilallahi ka nufusi bani' adama). Existence has descents *i.e.*, manifestations according to limitation. These are the potentialities (Shuyunat) of Existence like the potentialities of a tree in a seed. No attributes or asma (names) are to be found in this stage ; in this stage, the Dhat is called Munqatul Isharat (Dropping of all indications) ; Dhat-i-sadhaj (uncolored Dhat), Majhul-ul-Nath (undefined by attributes), Ghayb-ul-Ghuyub (the unseen even in thought), La Taiyun (the unlimited), Ghaybi-Mutluq (the absolute unseen), Wujud-i-bahat (Pure Existence), Ayn-ul-Kafur (Reality of Camphor, *i.e.*, that which falls in Camphor becomes Camphor itself). Every descent has a world of its own for its manifestation. The second stage is called Wahidiyyat. Between these there is the borderland called Wahdut; just as the present is the borderland between the past and the future. This is called barzakh (and the barzakh in the present instance is Wahdut). It is also called Haqiqat-i-Muhammadi (the Reality of Muhammad). It is the mirror through which God sees His attributes and asma. Unless the glass is coated with mercury, the seer cannot see his face in it; (*i.e.*, without the coating, there can be no reflection of one's face.) Without the barzakh, the manifestation of attributes is unthinkable. The third is the world of souls (it is also called Alam-i-Jabrut), the fourth is Mithal (it is also called Malakut), the fifth is Shahadat (the external world) and the sixth is Insanul-Kamil (the perfect man), which includes all the attributes and asma. The Reality of Muhammad has thus fully manifested itself in Adam. There are thus six stages and five manifestations and these latter are called Hazrati-Khamsa (The Five Presences)." —'Studies in Tasawwuf' by Khaja Khan.

কবি সৈয়দ নুরুদ্দীনের এই সুগভীর ধর্মীয় তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অবিকল ও সম্পূর্ণভাবে না পাওয়া জাতির জন্য নেহাৎ দুঃখজনক। যাহোক, এ মহাগ্রন্থটি কবি ১১৯৭ বাংলা সনে অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন;

ছৈয়দ নুরুদ্দিন কএ আজিজ নন্দন।
বিরচি কহিএ আমি সুন গুণিগণ ॥
এঘারস সাতানইবই সন হইল জবে।
পুস্তক বাঙ্গালা কৈল সুন নর সবে ॥

আলোচনাকারী (ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ব্যতীত) পণ্ডিতগণের মতে কবির পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল আজিজ। কবি কিন্তু শুধু "আজিজ" বলেছেন। পুত্র যখন 'সৈয়দ' তখন তাঁর পিতাও নিশ্চিতরূপেই 'সৈয়দ' ছিলেন। তবে তাঁর নাম সৈয়দ আবদুল আজিজ, সৈয়দ আজিজুর রহমান, সৈয়দ আজিজউল্লাহ্, সৈয়দ আজিজুল হক, সৈয়দ আজিজুদ্দীন-এর যে কোন একটা হতে পারে--আমাদের মতে 'সৈয়দ আজিজুদ্দীন' হবার সম্ভাবনাই বেশী। কবির পিতার নাম বা নামাংশ পাওয়া গেলেও তাঁর ঠিকানা পাওয়া যায়নি। ফলে মরহুম ডক্টর এনামুল হক অকারণে কবিকে "চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী" বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এতে সন্দিহান ছিলেন, তাই তিনি বলেছেন-"কবি সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন"। আর ডক্টর আহমদ শরীফ প্রথমে দ্বিধাহীনচিত্তে কবিকে "চট্টগ্রামবাসী", পরে অন্য একস্থানে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেছেন "কবি সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী"। ডক্টর শরীফ 'চট্টগ্রাম' বলতে সম্ভবতঃ 'চট্টগ্রাম জেলা'কেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু ইংরেজ আমলে 'জেলা' সৃষ্টি হবার আগে—আঠারো শতক এবং তার পূর্ববর্তীকালে, সতর শতকের শেষদিকে শাহজাদখানী নরপতিদের 'চট্টগ্রাম রাজ্যে'র বিলুপ্তির বহুকাল পরেও—বড় ফেনী ---ছোট ফেনী দ্বয়ের তীরবর্তী অঞ্চলকে (আধুনিক নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চলকে) স্থানীয় জনমনে "চাটীগ্রাম স্থল" বলে ধরা হত। তাই আঠারো শতকের কবি নুরুল্লাহ্ [১৮৮৬ সনের জুলাই মাসে পরলোকগত দরবেশ হজরত পাগলা মিঞা (রঃ)-এর বৃদ্ধ প্রপিতামহ সৈয়দ আবু'র শিষ্য] তাঁর 'ছিফৎনামা' কাব্যে পরগণে বেদরাবাদ-এর 'দৌলতপুর' গ্রাম এবং পরগণে দান্দারার 'ছিলোনিয়া' গ্রাম (আধুনিক ফেনী মহকুমায় অবস্থিত) কে "চাটিগ্রাম স্থল" বলে অভিহিত করেছেন। এতদঞ্চলের জনকয়েক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রসংশাসূত্রে--"ছিফৎনামা' কাব্যে কবি বলেন :

১ হিনতি নুরুল্লা ভুনে চাটিগ্রাম স্থল।
স্বর্গস্থল জেন হএ সুচারু নির্ম্মল ॥
দৌলতপুর রাজ্য মোর এ ক্ষুদ্র উহারি।
বিরছিত ছিত্ত কথা ধর্ম্ম মনে সুরি ॥
... ...
তাথেধিক কহিল জে সুন সর্ব্বজন।
ফতে আলি চৌধুরী জে ভোবন রোসন ॥

২ চাটিগ্রামে আছে রাজ্য ছিলনিআ খেতি।
তাতে আশরপ নামে আছে নরপতি ॥
ছিলনিআ দেশ হয় অধিক প্রধান।
আর রাজ্য না হএ সেই দেশের সমান ॥

অপুত্রক তালুকদার ফতেহ আলী চৌধুরী এবং নির্বংশ ভূম্যাধিকারী আশরফ মিঞার বসতবাটীতে তাঁদের 'মানুষজন' (গোলাম)-দের বংশধরগণ আজো বসবাস করছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'চট্টগ্রাম রাজ্যে'র শাহজাদখানী নরপতিগণ গোড়ারদিকে সমগ্র আরাকানের উপর এবং শেষের দিকে 'রোসাঙ্গ' ভূখণ্ড (দক্ষিণ চট্টগ্রাম)

শাসন করেছিলেন বিধায় "ধবল গজেশ্বর", "রোসাঙ্গপতি", "মগধিরপতি" ইত্যাকার অভিধায় তাঁরা অভিহিত হতেন। পরবর্তীকালে (১৬০৫ খ্রী. অব্দের পরে) ঐ অঞ্চল তাঁদের হাতছাড়া হয়ে শুধুমাত্র 'বঙ্গাল' ভূখণ্ডে (কর্ণফুলী থেকে ডাকাতিয়া নদী পর্যন্ত) সীমিত হবার পরে যখন যেখানে তাঁরা রাজধানী স্থাপন করতেন তখন সেটাই জনমনে "রোকাম" শহর বলে বিবেচিত হত। এ ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাই এমনকি ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের কবি গুলবখ্সের 'কুকি কাটার পুঁথি'তে। পূর্বস্মৃতির জের টেনে কবি ইংরেজ অধিকৃত ও শাসিত 'চট্টগ্রাম শহর'কে "রোকাম শহর" বলে অভিহিত করছেন।

এ প্রসঙ্গে বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'চট্টগ্রাম রাজ্যে'র শেষ রাজা নসরত শাহ্কে রাজ্যচ্যুত করে তদানীন্তন মোগল সরকার প্রথমে "পরগণে দান্দারা' দ্বিধাবিভক্ত করে তাঁর পশ্চিমাংশে একজন "চৌধুরী" (রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী) নিয়োগ করে পূর্বাংশ (আমীরগাঁও-এর "হাতীলুটাবাটী"কে কেন্দ্র করে) "দান্দারা–আমীরাবাদ" (পরগণে 'দান্দারা—আমীরাবাদ' থেকে কেটে নিয়ে পরগণে বেদরাবাদ' সৃষ্টি হয় আরো পরে) নাম করন করে তাঁকে জায়গীর স্বরূপ দিয়ে পরে আবার (ত্রিপুরার জনৈক রাজপুত্রের সাথে 'পাশা খেলায়' হেরে যাবার অজুহাতে–জনশ্রুতিমতে) কেড়ে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের উত্তরদিকস্থ অনুর্বর পাহাড়িয়া এলাকায় একটি মহাল "নসরত-ফতেহাবাদ" নাম দিয়ে "জায়গীর' দিয়েছিলেন। রাজা নসরত শাহ্–লোকশ্রুতির "নসরত বাদ্শাহ্" অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হলে মোগলের কোন দয়ালু 'নায়েবে নবাব' তাঁর নাবালক পুত্র শাহজাদা দৌলাহ্ (পরে "রাজা" আলাউদ্দীন দৌলাহ্কে) ফেনী নদীর পূর্বতীরবর্তী মৌজা হিঙ্গুলী–পরে "মৌজা স্বাধীন হিঙ্গুলী"–দান করেছিলেন—পরবর্তীকালে যা "চট্টগ্রামের অভিশাপ" জে. ই. হার্ভীর ("হারামী হার্ভী") অত্যাচারেরকালে (১৮৩২–৩৮) বিনষ্ট হয়ে যায়।[১] কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধেও তথাকার জনগণ হিঙ্গুলীকে "স্বাধীন হিঙ্গুলী" বলতো। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত একটি দলিলে আমরা তা-ই দেখেছি। একটা জায়গার নাম সরকারী দলিল-দস্তাবেজ থেকে মুছে গেলেও জনগণের দীল-দরিয়ায় তা বহুকাল ভাসমান থাকে।

যাহোক, মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। উপরে প্রদত্ত বর্ণনার প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায় যে, কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন আধুনিক চট্টগ্রাম জেলা নয়, বরং সাবেক 'চট্টগ্রাম রাজ্যে'র কোন এক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। আধুনিক চট্টগ্রাম জেলা দু'ভাগে বিভক্ত—বড় ফেনী নদীর পূর্বতীর থেকে কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরপর্যন্ত 'দান্দারিয়া' ও 'চট্টগ্রামী' অধ্যুষিত উত্তর চট্টগ্রাম–আর কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীর থেকে নাফ নদী পর্যন্ত 'চট্টগ্রামী' ও 'রোয়াইঙ্গ্যা' (রোসাইঙ্গ্যা) জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দক্ষিণ চট্টগ্রাম। সতর শতকে আরাকানী উত্থানের যুগে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত "শাহীকানী" ও 'বাংলা সনে'র পরিবর্তে মঘীকানী ও মঘীসন প্রচলিত হয় (বলাবাহুল্য, উক্ত অঞ্চলের অধিভুক্ত কোন কোন 'দরগাহ্'র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পনর–ষোল শতকে শাহ্জাদখানী নরপতিদের দেয়া সম্পত্তিগুলো শাহীকানী–শাহীদ্রোণের হিসেবে মোগল আমলেও কোম্পানী আমলে স্বীকার করে নেয়া হয়)। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রামের দেওয়ানী (বা চোষণযন্ত্র) লাভের পর থেকে উত্তর চট্টগ্রামেও মঘী সন চালু করা হয়। কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন কোম্পানীর আমলের লোক। তিনি যদি ফেনী নদীর পূর্বতীরবর্তী 'চট্টগ্রাম জেলার' লোক হতেন, তাহলে তাঁর কাব্যে বাংলা সনের পরিবর্তে মঘী সনের উল্লেখ থাকতো। আজ পর্যন্ত পাওয়া কবির চারটি কাব্যের মধ্যে দুটোতে সন-তারিখ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে 'দাকায়েকুল হাকায়েক' কাব্য রচনার তারিখ (১১৯৭ সন তথা ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি ১২০৩ সনে তথা ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত তাঁর 'তাসাওফ তথা সূফী মতবাদ'–সম্পর্কিত গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' রচনার তারিখ দিতে গিয়ে বলেন :

বারশ তিন সনে পুস্তক লিখা যায়।
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিবে সবায় ॥
'বোরহানুল আরেফীন' কিতাব দেখিয়া।
কহি 'হিত উপদেশ' বাংলা রচিয়া ॥

সৈয়দ নূরুদ্দীন তাঁর এ কাব্যেও বাংলা সন ব্যবহার করেছেন। নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে নবী মুসা (আঃ) এবং আল্লাহ্‌পাক-এর মধ্যে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা সম্পর্কিত গ্রন্থ 'মুসার সওয়াল' এবং শরাশরিয়ৎ মোতাবেক ইসলামী জীবন-যাপন সম্পর্কিত উনিশ অধ্যায় সম্বলিত কাব্য 'কিয়ামতনামা'তে রচনার সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে এ কাব্যসমূহেও তিনি যে বাংলা সন ব্যবহার করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যসমূহের রচনাকাল বাংলা সনের হিসেবে দেয়াতে মনে হয় কবি সৈয়দ নূরুদ্দীন ফেনী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের লোক ছিলেন। এরকম ভাবার আর একটি কারণও রয়েছে, তা পরে বলছি। যদিও মরহুম ডক্টর এনামুল হক বলেছেন—"তাঁহার কাব্যগুলির কোথাও পীরের কথা নাই।" তাঁর এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কারণ কবি তাঁর 'দাকায়েকুল হাকায়েক' কাব্যে শুধু স্বীয় পীর নয়, এমনকি পীর-এর-পীরেরও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। কবির ভাষায় তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

ছুফি মোহাম্মদ দাইম দরবেশ আল্লার।
জাহিঙ্গ নগরে বসি ভাবে করতার ॥
তান শিষ্য মোহাম্মদ জাইদ দরবেশ।
সদাএ আল্লার ভাবে মগ্নতনু শেষ ॥
মনারে অঙ্কুস দিয়া খেমাইরে করি ভর।
ডুবিয়া রহিছে তেনি ভাবের সাগর ॥
আল্লার জিগির বিনে না কহিবেন্ত বাণী।
সদায় আল্লার নাম কায়মনে গুণি ॥
এথ দেখি সাহা জাহিদর পদে জাই।
বিকাইলুম এ জর্ম্মেত আল্লার নাম পাই।...
ছৈয়দ নুরুদ্দিন কএ আজিজ নন্দন।
বিরচি কহিএ আমি সুন গুণিগণ ॥

কবি সৈয়দ নূরুদ্দীনের পীর শেখ জাহিদ (রঃ) একজন খ্যাতনামা দরবেশ ছিলেন। খান বাহাদুর শেখ হামিদউল্লাহ্ তাঁর 'আনওয়ারুন্ নিরাইন' গ্রন্থে স্বীয় পীর হজরত সূফী নূর মোহাম্মদ (রঃ) এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ছোটফেনী নদীর তীরবর্তী পরগণে দান্দারার মজলিসপুর (ফেনী মহকুমায়) নিবাসী শেখ মোহাম্মদ পানাহ্'র পুত্র হজরত শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ(রঃ) তাঁর প্রথম জীবনে নদীর পশ্চিমতীরবর্তী পরগণে ভুলুয়া নিবাসী শেখ জাহিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর শেখ জাহেদ ছিলেন বড় ফেনী নদীর পশ্চিমতীরবর্তী—পরগণে আমীরাবাদের 'খাইয়্যারা'-ফরহাদ-নগর (আধুনিক ফেনী মহকুমার অন্তর্গত) নিবাসী আমিনুদ্দীন খোন্দকারের পুত্র ঢাকার আজিমপুর 'দায়রা শরীফে'র প্রতিষ্ঠাতা জবরদস্ত অলিয়ে কামেল হজরত সূফী খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)-এর শিষ্য ও খলিফা (প্রতিনিধি)। এক কথায়, শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (যিনি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বেরেল্‌বীর সাথে শিখদের বিরুদ্ধে বালাকোটের জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন) এবং আমাদের কবি 'সৈয়দ নূরুদ্দীন' পীরভাই ছিলেন। একই পীরের মুরীদ হলেও সৈয়দ নূরুদ্দীন শেখ নূর মোহাম্মদ থেকে বয়সে প্রবীণতর ছিলেন। কেননা ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ নূরুদ্দীন যখন তাঁর

সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'দাকায়েকুল হাকায়েক' রচনা করেন, তখন তিনি নিশ্চিতরূপেই সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। তখন শেখ নূর মোহাম্মদের জন্ম হলেও তিনি তখন নেহাৎই শিশু বা বালক বয়সের ছিলেন। মোটকথা, সৈয়দ নূরুদ্দীন শেখ জাহেদের প্রথম বয়সে আর শেখ নূর মোহাম্মদ শেষ বয়সের মুরীদ ছিলেন। মাওলানা আজিরুদ্দীন ও শেখ হামিদুল্লাহ্'র প্রদত্ত বিবরণ মতে হজরত সূফী নূর মোহাম্মদ ১২৭৫ হিজরী তথা ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পক্ষান্তরে সৈয়দ নূরুদ্দীন যখন ১২০৩ সনে তথা ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সূফী গ্রন্থ 'বুরহানুল আরেফীন' বা "হিতোপদেশ' রচনা করেন তখন শুধু তাঁর পীর নন, তার দাদাপীর হজরত খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েমও (রঃ) জীবিত ছিলেন ; হজরত খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) ১৩১৪ হিজরী তথা ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। দাদাপীর খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েম পীর শেখ মোহাম্মদ জাহেদ এবং পীরভাই শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ বড়ফেনী ও ছোটফেনী নামীয় দুটো নদী বিধৌত যে ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন কবি সৈয়দ নূরুদ্দীনও সে ভূখণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন। কবি তাঁর কাব্যে স্বীয় বাসভূমির উল্লেখ করেননি, করে থাকলেও তা আমাদের নজরের সীমার মধ্যে ধরা দেয়নি। তবে যতটুকু জানা যায়, তাঁর পীর শেখ জাহেদ (রঃ) এবং পীরভাই শেখ নূর মোহাম্মদ (রঃ)-এর বাসভূমী থেকে সামান্য কয়েক মাইলের মধ্যে ছোটফেনী নদীর একেবারে লাগ পূর্বতীরবর্তী পরগণে এলাহাবাদ (দান্দারা-এলাহাবাদ) এর 'বিরলী' নামক গ্রাম ছিল সূফী কবি সৈয়দ নূরুদ্দীন (রঃ) এর লীলাভূমি। এখানে তাঁর বাস্তুভিটির নিদর্শন "হৈদবাড়ী" (সৈয়দবাড়ী) এবং তার সন্নিকটেই সামান্য জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে রয়েছে "সৈয়দ সাহেবের তাকিয়া" নামীয় তাঁর 'মাজার'। তাঁর কোন বংশধরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর বাস্তুভিটিতে এখন বসবাস করছে "মানুষজন'দের বংশধরেরা। তাঁর বাস্তুভিটি, তাঁর তাকিয়া বা 'মাজার' এবং কিছু চাষ-বাসযোগ্য জমী নিয়ে "সৈয়দ সাহেবের জমা" নামে একটি 'তালুকীজমা' গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে জরীফ হয়েছিল তাতে রেকর্ড করা হয়েছিল বলে প্রাচীনেরা বলে থাকেন। এতে মনে হয়, সৈয়দ নূরুদীন গত শতকের তিরিশের দশকের কোন এক সময়ে তিরোধান করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর মাজারসহ উক্ত 'জমা'-ভুক্ত সম্পত্তি প্রখ্যাত দরবেশ হজরত কাজী ওসমান (রঃ)-এর ভ্রাতা কাজী হাছানের বংশধর 'বিরলী কাজী' বংশের সন্তান মরহুম শেখ ফয়েজ বখ্‌শ সাহেবের পুত্র নবতিপর বৃদ্ধ জনাব কাজী মাহমুদুল হক সাহেবের দখলে আছে। সৈয়দ সাহেবের একজন শিষ্যের কথা জানা যায়, তাঁর নাম উজির আলী মিয়া বা "উজিরশাহ"। তিনি জীবন্ত অবস্থায় নাকি একটি নবখোদিত কবর এ 'চিল্লাহ্' করে আর সেখান থেকে উঠেননি। তবে "সৈয়দ সাহেব" এবং "উজিরশাহ" সম্পর্কে নানা অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায়। উজির মিয়ার ভিটি, পুকুর ও তাকিয়া বা 'মাজার' সবই উক্ত অতিবৃদ্ধ কাজী সাহেবের পত্নী এবং মরহুম শেখ সরওয়ার বখ্‌শ সাহেবের কন্যা অশীতিপর বৃদ্ধা বেগম আকিকেরনেছা চৌধুরানী সাহেবার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত।

আজ বুঁজে যাওয়া এককালের "ভোলবোলা নদীর" (টলেমীর 'আন্তিবোল' আর ভঁ দেঁ ব্রুকে'র 'দ্য বুম রিভার') দক্ষিণ এবং ডাকাতিয়ার শাখা ছোটফেনী নদীর পশ্চিম-তীরবর্তী পরগণে এলাহাবাদের অন্তর্গত সুপ্রাচীন মুসলিম অভিজাত অধ্যুষিত আর বহু অলী-দরবেশের মাজার ও মুসলিম আমলের স্মৃতিবাহী "দমদমা" (সেনাছাউনী Cantonment) এর পুকুর-ভিটি ধারণকারী এ বর্দ্ধিষ্ণু 'বিরলী' (পীরঅলী) গ্রামে কত সূফী-সাধক ও কবি সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল তার খবর কে রাখে ? উপরোক্ত কাজী সাহেব এবং তাঁর পত্নীর পূর্ব পুরুষ-বৃদ্ধ প্রপিতামহ—মুফতি শেখ আজিজুল্লাহ আঠারো শতকের শেষার্ধে ফার্সী ভাষায় 'কেয়ামতনামা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তদ্‌বংশধরগণ গত শতকের শেষদিকে তা ছাপানোর জন্য লক্ষ্ণৌতে নওলকিশোর প্রেসে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু তা আর ফিরে আসেনি বলে তদ্‌বংশধরগণ বলে থাকেন। এ বংশের সন্তান "শেখ ফয়েজুল্লাহ কমিশনর"-এর পুত্র পাটনায় ডেপুটি মেজিস্ট্রেট-এর নিয়োগপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত মৌলভী আলতাফ আলী (পরলোকগত সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর নজমুল করিম-এর মাতামহ), এ শতকের গোড়ার দিকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত নব-নূর ও অন্যান্য পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-কবিতা লেখক মরহুম মোহতাসাম বিল্লাহ চৌধুরী ও 'নোয়াখালীর ইতিহাস'-এর অন্যতম লেখক মরহুম সাবরেজিস্ট্রার মোকাররম বিল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ সুধীগণ 'বিরলীকাজী বংশে'র সন্তান ছিলেন। এ গ্রামের এ বংশের সন্তান গত শতকের সপ্তম দশকে পরলোকগত শেখ রেহানুদ্দীন মুন্সেফ এর প্রতিভাধর পুত্র শেখ নুরুল আমিন (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কাজী ফজলুর রহমান-এর মাতামহীর পিতা) ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন বিভিন্ন ছন্দে 'দিলরুবা-নজির' নামে একটি প্রণয় উপাখ্যান ও কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে গদ্যে লিখিত একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। কিন্তু ছাপানো হয়নি; বছর পঁচিশেক পূর্বে গৃহদাহে বিনষ্ট হয়ে যায়। দৌলতকাজী রচিত 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' কাব্যের প্রায় দুশো বছরের পুরানো তুলট কাগজে অনুলিপিকৃত একটি পাণ্ডুলিপিসহ তাঁর রচনাগুলোর কিছু অর্ধ দগ্ধ পৃষ্ঠা অত্র লেখকের কাছে রক্ষিত আছে। তাঁর রচিত প্রণয় উপাখ্যানটির কয়েকটি চরণ এখানে তুলে দিলাম:

মহাম্মদ নুরল আমিন মোর নাম।
এলাহ্‌বাদ পরগণা বিরলী গ্রামে ধাম ।।
বাস করি সদা ফেনি থানার অধীনে।
নওয়াখালী জেলা জানিবেন গুণিগণে ।।

* * *

দিন গত হউক রাজা এই চিন্তে মনে।
ক্রমে ক্রমে দিনমণী গেল নিকেতনে ।
মহাম্মদ নুরল আমিন মূর্খ অতি।
প্রেমাধার বিরচিল মধুর ভারতী ।।

* * *

মহাম্মদ নুরল আমিন নরাধম।
বিরচিল কুরচনা প্রসঙ্গ উত্তম ।।

* * *

হই শূন্য একাশ্যর, কান্দয়ে কুমারবর,
মনদুঃখে বিলাপ করিয়া।
নুরল আমিনে ভণে, যে জন কাহিনী শুনে,
মর্ম্ম তার যায় বিদারিয়া ।।

* * *

শীতল হইল জল, ফুটিল কমলদল, মধুওলিকুল তুষ্ট মোর যন্ত্রণা ১ ।।
নুরল আমিনে ভণে, এত সোক কর কেনে, দেখা হবে প্রিয়া সনে, সিদ্ধি
হবে কামনা ১দ.

*　　*　　*

কোথায় রঙ্গরস, কোথায় প্রেমবস,
　　কোথা সখা সখী, কোথা সে কামিনী।
নুরের কল্পনা, শুন সর্ব্বজনা,
　　প্রেমে যে জাতনা, অশেষ সেই বাণী ॥

*　　*　　*

নুরল আমিনে কহে প্রেমের কথন।
প্রেম হেতু প্রেমিকায় ত্যজয় জীবন ॥
আর বহু বিলাপয় রাজকন্যা সতী।
কিঞ্চিত লিখিব আমি সেসব ভারতী ॥

*　　*　　*

প্রেম অগ্নি দাহনে নাশাতে ঘনস্বাষ
অতি দুঃখে দুইকন্যা গায় বারমাস ॥
নুরল আমিন বলে রচিয়া পয়ার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার ॥

*　　*　　*

ভজদীননাথে, সেজন অনাথে,
　　বাসনা করে দে পুরন।
আমিন রচনা, শুনিলে সুজনা,
　　অশুদ্ধ শুধিবে তখন ॥

*　　*　　*

বধভাগি পাতকিনী হইবা বিস্তর।
পরকালে প্রভু আগে কি দিবে উত্তর ॥
নুরল আমিন কহে পয়ার রচিয়া।
শুনিতে রসিক মনে রহুক পসিয়া ॥

*　　*　　*

নুরল আমিনে লিখে শোহাগ ভাণ্ডার।
শুনিতে রসিক মনে আনন্দ অপার ॥

*　　*　　*

এইরূপে নরপতি রানীর সঙ্গতি।
আনন্দে রসের খেলা খেলে প্রতিনিতি ॥
লিখিবার আছে আগে বিস্তর কাহিনী।
এসব লিখিতে তাই নিশেধে লেখনী ॥
অধিন আমিনে লিখে মন কুতুহলে।
রসের শলিলে ডুবে রশিকে শুনিলে ॥

* * *

এইমতে রহিলেক নৃপতি নন্দন।
পরে বলি শুন কুমারির বিবরণ ॥
পাত্র সুতা কি কাজ করিল তার পরে।
নুরল আমিনে বলে রচিয়া পয়ারে ॥

* * *

নুরল আমিন হীন লিখিল কাহিনী।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবেন গুনি ॥

প্রবৃত্তিমার্গ থেকে নিবৃত্তিমার্গে তথা মানবীয় প্রেম (ইশ্‌কে মাজাজী) থেকে খোদায়ী প্রেমে (ইশ্‌কে হাকিকিতে) উত্তীর্ণ হবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্যই আমাদের কবিগণ প্রণয়-কাব্যসমূহ রচনা করেছিলেন। মরহুম শেখ নুরুল আমিনও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন তাঁর 'দিলরোবা-নজির' নামীয় প্রণয় কাব্যটি। তাই তিনি কাব্য সমাপ্তিতে বলেন :

কাহিনী হইল শেষ শুন বন্ধুগণ।
কৌতুকে আমিন হীন করিল রচন ॥
দেখহ বান্ধবগণ মায়ার সংসার।
এক যায় এক আসে এই ব্যবহার ॥
কাল যায় লোক যায় থাকে কৃতি যশ।
গরলে গরল মধুরসে মধুরস ॥
দেব কিবা নর না থাকিবে এ সংসারে।
সুনাম কুনাম মাত্র থাকিবারে পারে ॥
প্রণয় পরম ধন সংসারের সার।
প্রণয় হইতে পায় প্রভুর দিদার ॥
বন্ধুগণ এই মনে করিবে বিচার।
নিত্তধাম নহে এই অনিত্ত সংসার ॥
কোথায় থাকিয়া আসে থাকেবা কোথায়।
শেষ হৈলে অনু বারি পুনঃ কোথা যায় ॥
কোন দেশ থাকি আসি কোন দেশে যাবে।
দেহত্যাগি প্রাণ কোথা কিরূপে রহিবে ॥
বন্ধুগণ এই স্থির করিবে ভাবিয়া।
মাটির শরির যাবে মাটিতে মিশিয়া ॥
প্রভুপদ শেষ যিনি জগতের পতি।
তার শেবা বিনা আর নাই অন্য গতি ॥
উপন্যাস কাহিনী প্রসঙ্গ হইল ইতি।
চিন্তা দূর করিতে পড়েন বুদ্ধিমতি ॥
নতুবা ইহাতে আর নাই কিছু ফল।
চিন্তা দূর উপদেশ বাড়য় কেবল ॥
বলে শেখ নুরল আমিন নরাধমে।
ভাব পরিচয় রহিবারে কালসমে ॥
মমসম জ্ঞানহীন নাই মুর্খ মতি।
লেখনী হইল বন্ধ সব হৈল ইতি ॥

—সন ১৩১২ বাং, ২ আশ্বীন

রাজকুমার নজির-এর বিলাপের মধ্যে স্বীয় বিলাপের প্রতিফলন করে তিনি বলেন:

নিলক্ষ্মের লক্ষ্মী তুমি প্রভু দয়াময়।
অন্তর্জামী হও তুমি তুমি সর্বময়॥

তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর রচিত প্রেম-উপাখ্যানটি চিরকাল বেঁচে থাকবে:

মহাম্মদ নুরল আমিন দিনহীন।
বিরচিল কাহিনী থাকিতে চিরদিন॥
নওয়াখালী জেলা হয় থানা মম ফেনী।
বিরলী গ্রামের নাম যথা নানা জ্ঞানি॥

কিন্তু সুগভীর পরিতাপের বিষয় গুণীজ্ঞানী অধ্যুষিত বিরলী গ্রামের এ প্রতিভাবান সন্তানটির প্রতিভার ফসল "চিরদিন" বেঁচে থাকার সুযোগ পায়নি; তাঁর গুণধর পুত্রদের আমলে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাঁর 'কারবালা' গ্রন্থ থেকে সামান্য একটু অংশ এখানে তুলে ধরলাম:

> ···এমাম হোসেনের শহীদের পর জয়নুল আবদীন মদিনায় বাস করিয়া জীবন-ব্রত সাঙ্গ করেন। এবং তাঁহার পুত্র এমাম মহাম্মদ বাকের ও তাঁহার তনয় এমাম জাফর সাদেক ও সাদেকের পুত্র এমাম আলি মুসা রেজা ও রেজার পুত্র এমাম মুসা কাজেম, ও কাজেমের পুত্র এমাম মহাম্মদ তকী ও তকীর পুত্র এমাম আলি নকী, এবং নকীর পুত্র এমাম আসকারি প্রভৃতি এমাম নামে খ্যাত ছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের বংশধরগণ সৈয়দ উপাধিতে প্রসিদ্ধ। এখন এদেশে অনেক লোক সৈয়দ বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা··· বলিবে?
>
> এজিদ ৬৪ হিজরীর ৩রা রবিয়াল আউয়াল তারিখে ৩ বৎসর ১২ দিন রাজত্ব করিয়া বাতসেফটীক জ্বর এবং শুল রোগে হাওরানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজিদের মৃত্যুর পর দামস্ক নগরে তাহার গোর দেওয়া হয়। মহাম্মদ হানিফের যুদ্ধ ইতিহাসে কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় সেফাহ কর্তৃক বনি উম্মিয়া রাজত্ব ধ্বংস হওয়ার ঘটনা লইয়া মহাম্মদ হানিফের যুদ্ধ কাল্পনিকরূপে সৃষ্টি হইয়াছে।
>
> হোসেনের শহীদের পর মহাম্মদ হানিফ নামে আলির আর এক পুত্র ছিলেন।···

(আলোচ্য অর্ধদগ্ধ পাণ্ডুলিপিগুলো মরহুম জনাব শেখ নুরুল আমিন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র অশীতিপর বৃদ্ধ জনাব কাজী শামসুল ইসলাম সাহেব বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে অত্র লেখককে দিয়েছিলেন; এবং সেগুলো লেখকের কাছে রক্ষিত আছে)।

কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন কোন্ কোন্ তরিকাভুক্ত ছিলেন, তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে তিনিসহ বাংলার সূফী-কবিদের লেখা পাঠ করলে বুঝা যায় যে, এঁরা 'অজুদীয়া সূফীবাদ' তথা 'ওহাদাতুল অজুদ' তথা 'অদ্বৈতবাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত কোন না কোন কাদেরীয়া, সোহরাওয়ারদীয়া, কলন্দরীয়া, চিশ্‌তীয়া, মাদারীয়া ইত্যাকার তরিকার অনুসারী ছিলেন। ওহাদাতুল অজুদের প্রথম দার্শনিক প্রবক্তা হলেন দ্বাদশ শতকের পাশ্চাত্যের স্পেন দেশের মর্সিয়া শহরে জাত এবং সেভীল শহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত আরব দেশের 'তাঈ গোত্রের সর্দার বিশ্ববিখ্যাত দানবীর 'হাতেম আল তাঈ'-এর বংশধর সুবিখ্যাত সূফী-দার্শনিক 'ফতুহাতে

মক্‌কিয়া' ও 'ফসুসুল হিকাম'সহ তিনশত গ্রন্থ প্রণেতা "শেখুল আকবর" বলে অভিনন্দিত ইমাম মহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ) (১১৬৫—১২৪০ খ্রী. অব্দ)। যাঁর ভাব-শিষ্য ছিলেন বিশ্বনন্দিত সূফী-কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) (১২০৭-১২৭৩ খ্রী. অব্দ)—যিনি তাঁর প্রখ্যাত 'মসনবী শরীফ' রচনা করে বলেছেন—

মান জে কোরআঁ। মগ্‌জেহাবর দাস্‌তাম
উস্‌তে খা পেশ ছগ আনে অঁা। দাখ্‌তাম।
(কোরানের মজ্জা যত চুষি প্রাণ ভরে।
অস্থি তার ফেলে দিনু সারমেয় তরে ।।)

যার মর্মকথা হলো-'কোরআন' পাকের হাঁড়গুলো শুধু কুকুর (ওলামায়ে জাহেরী)-দের জন্য রেখে তার 'মগজ'-তথা সারবস্তুটি আমি 'মসনবী'তে নিয়ে এসেছি। মহামানবতার জয়গান গেয়ে তিনি বলেছেন—

আদমীরা আদমীয়াত নাজেম আস্‌ত
উদার আগার বু নাবাশাদ হাজেম আসত
(মানবতা মানবের লক্ষণ পরিচয়।
সৌরভহীন চন্দন কাষ্ঠ তুল্য হয় ।।)

যার সারমর্ম হলো-মনুষ্যত্ব বিবর্জিত মানুষ সৌরভহীন চন্দনকাঠ-তথা জ্বালানীকাঠ তুল্য। 'ওহাদাতুল অজুদ'-তথা 'অদ্বৈতবাদ' এর অনুসারী মাওলানা রুমীর মসনবীর প্রশংসা করে পনর শতকের ইরানী সূফী-কবি মাওলানা নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী (১৪১৪-১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ) বলেছেন—

মানবী ও মৌলবী ও মসনবী
হাশ্‌তে কোরআঁ। দর জবানে পাহলবী।
(মৌলবীর মসনবী মহাগ্রন্থ হয়।
ফার্সী ভাষার কোরান সর্বলোকে কয় ।।)

অর্থাৎ মাওলানা রুমীর 'মসনবী' হলো ফার্সী ভাষার পাক কোরআন। 'ওহাদাতুল অজুদে'র অনুসারী ইরানী কবি মাওলানা রুমীর ভাব-শিষ্য পনর শতকের বাংলার সাধক-কবি চণ্ডীদাস বলেছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। মাওলানা রুমীর মসনবী শরীফের

বস্‌নু আজ না চুঁহেকায়েত মীকুনাদ
ওয়াজ জুদা-ইহা শেকায়েতে মীকুনাদ।
(কি কাহিনী বলে বাঁশী তার কাছে শুন।
বিচ্ছেদ বেদনে বাঁশী করে যে ক্রন্দন ।।)

বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর 'করুণসুরে ক্রন্দনরত বাঁশী'টি বাংলার সাধক কবি বড়ুচণ্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকীর্তনকাব্যে'র নায়ক দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণের (পরমাত্মার) হাতে "কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণ" ইলিয়াস শাহী সুলতান নাসির শাহ্ তথা সুলতান মাহমুদশাহ্'র (১৪৩৩-৬০ খ্রী.) ইঙ্গিতে তুলে দিয়ে সংসার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যাকুলিত 'রাধা'র (জীবাত্মার) প্রাণকে আকুল করে তুলেছেন; এবং ভাগীরথীকূলে শ্রীকৃষ্ণকে খোঁজার জন্যে 'বড়াই'-এর মুখ দিয়ে শ্রীমতী রাধাকে উপদেশ দিয়েছেন।

যাক, মূল কথায় ফিরে আসি। সৈয়দ নূরুদ্দীনের দাদাপীর (গুরুর গুরু) হজরত খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) খুব উঁচুস্তরের আওলিয়া এবং তাঁর পীর শেখ

জাহেদ (রঃ) ও একজন বড়দরের দরবেশ ছিলেন। সৈয়দ নুরুদ্দীনের কাব্যসমূহের বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায় যে, তিনি একজন খুব উঁচুস্তরের বিদ্বান ও দরবেশ ছিলেন। হজরত সূফী খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) কাদেরীয়া-সোহ্‌রাওয়ারদীয়া, চিশ্‌তীয়া-কলন্দরীয়া, নকস্‌বন্দীয়া-আবুল উলাইয়া ও মাদারীয়া তরিকাসমূহের খেলাফত প্রাপ্ত বড় আওলিয়া ছিলেন। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, সৈয়দ নুরুদ্দীনও এ সকল তরিকার 'ফয়েজ-বরকত' তাঁর পীর শেখ জাহেদ (রঃ) এর মাধ্যমে লাভ করে-ছিলেন। অবশ্য হজরত খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)-এর [পুত্র শাহ সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (রঃ)-এর পুত্র শাহ সূফী নূরুল্লাহ (রঃ)-এর পুত্র শাহ সূফী আজমতুল্লাহ (রঃ) এর পুত্র শাহ সূফী কলিমুল্লাহ (রঃ)-এর পুত্র আজিমপুর ছোট দায়রা শরিফের গদী-নসিন] বংশধর হজরত শাহ সূফী সৈয়দ দায়েমুল্লাহ সাহেব থেকে জানা যায় যে, হজরত খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) শেষ জীবনে মাদারীয়া তরিকাতেই গালেব (বিভোর) ছিলেন।

যাহোক, আমরা এখানে তাঁর দাদাপীর হজরত কুত্‌বে আলম সুলতান মাহমুদশাহ মাহীসওয়ার (১৪৩৩-৬০)-এর সঙ্গীয় দ্বাদশজন মাহীসওয়ার দরবেশের অনতম হজরত শেখ বখতিয়ার মাহীসওয়ারের বংশধর আজিমপুর দায়রা শরীফ-এর প্রতিষ্ঠাতা হজরত খোন্দকার সূফী-মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)-এর তরিকাসমূহের পীরান-পীরদের ছিলছিলা-শাজ্‌রাহ্‌ যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা নিম্নে উপস্থাপন করছি :

ছিলছিলা এ কাদেরীয়া-সোহ্‌রাওয়ারদীয়া-মোনায়েমীয়া

১। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আহাম্মদ মোজতবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া ছাল্লাম
।
২। হজরত মাওলা মুরতাজা আলী বিন আবু তালেব (আঃ)
।
৩। সৈয়দুশোহাদা হজরত ইমাম হোসেন (আঃ)
।
৪। হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ)
।
৫। হজরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ)
।
৬। হজরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)
।
৭। হজরত ইমাম মুছা কাজেম (আঃ)
।
৮। হজরত ইমাম আলী ইব্‌নে মুছা রেজা (আঃ)
।
৯। হজরত শেখ মারুফ কারখী (রঃ)
।
১০। হজরত সির্‌রে সিক্‌তি (রঃ)
।
১১। হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ)
।

১২। হজরত আবুবকর শিব্‌লী (রঃ)
।
১৩। হজরত শেখ আব্দুল আজিজ তামিমী (রঃ)
।
১৪। হজরত আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী (রঃ)
।
১৫। হজরত আবুল ফরহ্‌ ইউছুফ তার্‌তুছী (রঃ)
।
১৬। হজরত আবুল হাছান কার্‌শী (রঃ)
।
১৭। হজরত শেখ আবু সায়িদ মাখজুমী
।
১৮। হজরত গাউছুল আজম শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)
।
১৯। হজরত শেহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী (রঃ)
।
২০। হজরত নেজামুদ্দীন গজনবী (রঃ)
।
২১। হজরত সৈয়দ মোবারক গজনবী (রঃ)
।
২২। হজরত সূফী নজমুদ্দীন গজনবী (রঃ)
।
২৩। হজরত সূফী কুতুবুদ্দীন (রঃ)
।
২৪। হজরত সূফী ফাজলুল্লাহ্‌ (রঃ)
।
২৫। হজরত সৈয়দ মাহমুদ (রঃ)
।
২৬। হজরত সৈয়দ নাছিরুদ্দীন (রঃ)
।
২৭। হজরত সূফী তকীউদ্দীন (রঃ)
।
২৮। হজরত সূফী নেজামুদ্দীন (রঃ)
।
২৯। হজরত সৈয়দ আহ্‌লুল্লাহ (রঃ)
।
৩০। হজরত সৈয়দ জাফর হোসাইনী (রঃ)
।
৩১। হজরত সূফী খলিলুদ্দীন (রঃ)
।
৩২। হজরত মখদুম মোনায়েম খসরু পাকবাজ (রঃ)
।
৩৩। হজরত শাহ সূফী খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)
।

৩৪। হজরত সূফী শেখ জাহেদ (রঃ)

৩৫। হজরত সূফী সৈয়দ নূরুদ্দীন (রঃ)

ছিলছিলা এ চিশতীয়া-কলন্দারীয়া-মোনায়েমীয়া

১। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আহম্মদ মুজতবা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লাম

২। হজরত মাওলাল মোমেনীন আলী আল মুরতাজা (আঃ)

৩। হজরত খাজা হাছান বাছরী (রঃ)

৪। হজরত শেখ আবদুল ওয়াহেদ এবনে জায়েদ (রঃ)

৫। হজরত শেখ ফুজায়েল এবনে আয়াজ (রঃ)

৬। হজরত শেখ ছোলতান ইব্রাহীম আদহাম বল্‌খী (রঃ)

৭। হজরত শেখ হোজায়ফাতুল মার-আশী (রঃ)

৮। হজরত শেখ আবু হুবায়রাতুল বাছ্‌রী (রঃ)

৯। হজরত শেখ মোমশাদ উলু-দাই-নূরী (রঃ)

১০। হজরত শেখ আবু এছহাক শামী চিশতী (রঃ)

১১। হজরত শেখ আহমদ আব্দাল চিশতী (রঃ)

১২। হজরত শেখ মোহাম্মদ চিশতী (রঃ)

১৩। হজরত শেখ আবু ইউসুফ চিশতী (রঃ)

১৪। হজরত শেখ কোতবোদ্দীন মাওদুদ চিশতী (রঃ)

১৫। হজরত খাজা হাজী শরীফ জেন্দানী (রঃ)

১৬। হজরত খাজা উছমান হারুনী (রঃ)

১৭। হজরত খাজায়ে কুল্লে খাজেগাঁ গরীব নেওয়ায মঈনোদ্দীন চিশতী (রঃ)

১৮। হজরত খাজা কোতবোদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ)

১৯। হজরত খাজা খেজের রুমী কলন্দর চিশতী (রঃ)
।
২০। হজরত খাজা নেজামোদ্দীন গজনবী (রঃ)
।
২১। হজরত খাজা নূরউদ্দীন মোবারক গজনবী (রঃ)
।
২২। হজরত সৈয়দ নজমোদ্দীন কলন্দর গজনবী (রঃ)
।
২৩। হজরত সৈয়দ কোতবোদ্দীন রওশন দেল (রঃ)
।
২৪। হজরত সৈয়দ ফাজলুল্লাহ (রঃ)
।
২৫। হজরত সৈয়দ মাহমুদ কুতুব (রঃ)
।
২৬। হজরত সৈয়দ নাছিরউদ্দীন কুতুব (রঃ)
।
২৭। হজরত সৈয়দ তাকিউদ্দীন কুতুব (রঃ)
।
২৮। হজরত সৈয়দ নেজামোদ্দীন কুতুব (রঃ)
।
২৯। হজরত সৈয়দ আহলুল্লাহ (রঃ)
।
৩০। হজরত সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর হোছায়নী (রঃ)
।
৩১। হজরত সৈয়দ খলিলউদ্দীন হোছায়নী (রঃ)
।
৩২। হজরত শাহ সূফী সৈয়দ মখদুম মোনায়েম খস্‌রু পাকবাজ (রঃ)
।
৩৩। হজরত শাহ সূফী কুতুবুল আকতাব খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)
।
৩৪। হজরত শাহ সূফী শেখ জাহেদ (রঃ)
।
৩৫। হজরত শাহ সূফী সৈয়দ নুরুদ্দীন (রঃ)

ছিলছিলা এ নক্‌সবন্দীয়া-আবুলউলাইয়া-মোনায়েমীয়া

১। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আহম্মদ মুজতাবা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লাম
।
২। হজরত সিদ্দিকে আকবর আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
।
৩। হজরত সালমান ফারসী (রঃ)
।
৪। হজরত কাসিম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ)

৫। হজরত ইমাম শেখ জাফর সাদেক (আঃ)

৬। হজরত কুত্‌বে আলম বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ)

৭। হজরত শেখ আবুল হাসান খের্কানী (রঃ)

৮। হজরত শেখ আবুল কাসেম (রঃ)

৯। হজরত শেখ আবু আলী আহাম্মদ (রঃ)

১০। হজরত শেখ আবু ইউছুফ (রঃ)

১১। হজরত খাজা আবদুল খালেক (রঃ)

১২। হজরত শেখ মোহাম্মদ আরিফ (রঃ)

১৩। হজরত খাজা মাহমুদ (রঃ)

১৪। হজরত খাজা আলীরামতিনি (রঃ)

১৫। হজরত খাজা বাবা সামাছি (রঃ)

১৬। হজরত খাজা আমীর কুলাল (রঃ)

১৭। হজরত খাজা বাহাউদ্দীন (রঃ)

১৮। হজরত খাজা ইয়াকুব চার্‌খী (রঃ)

১৯। হজরত শেখ ওবায়েদউল্লাহ আহ্‌রার (রঃ)

২০। হজরত খাজা আবদুল হক (রঃ)

২১। হজরত খাজা ইয়াহিয়া বুজুর্গ (রঃ)

২২। হজরত শাহ আবদুল্লাহ (রঃ)

২৩। হজরত সৈয়দ আমীর আবুল উলাই (রঃ)

২৪। হজরত শাহ মোহাম্মদ (রঃ)

২৫। হজরত শাহ ফরহাদ (রঃ)

২৬। হজরত শাহ আসাদউল্লাহ (রঃ)

২৭। হজরত শাহ সূফী মখদুম মোনায়েম খস্‌রু পাকবাজ (রঃ)
|
২৮। হজরত শাহ সূফী কুতুবুল আকতাব খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)
|
২৯। হজরত সূফী শেখ জাহেদ (রঃ)
|
৩০। হজরত সূফী সৈয়দ নুরুদ্দীন (রঃ)

ছিলছিলা এ ফেরদৌসীয়া-কোব্‌রীয়া-মোনায়েমীয়া

১। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আহম্মদ মুজতাবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লাম
|
২। হজরত মাওলা আলী আল মোর্তাজা শেরে খোদা (আঃ)
|
৩। হজরত ইমাম হোসাইন শহীদে কারবালা (আঃ)
|
৪। হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ)
|
৫। হজরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ)
|
৬। হজরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)
|
৭। হজরত ইমাম মুসা কাজিম (আঃ)
|
৮। হজরত ইমাম আলী মুসা রেজা (আঃ)
|
৯। হজরত শেখ মারুফ কারখী (রঃ)
|
১০। হজরত খাজা সিররি সিক্‌তী (রঃ)
|
১১। হজরত খাজা জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ)
|
১২। হজরত খাজা মোমশাদ আলভী (রঃ)
|
১৩। হজরত শেখ আহমদ সেপাহ্‌ দীনাউরী (রঃ)
|
১৪। হজরত শেখ মোহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (রঃ)
|
১৫। হজরত শেখ ওয়াজিহুদ্দীন (রঃ)
|
১৬। হজরত শেখ জিয়াউদ্দীন (রঃ)
|
১৭। হজরত শেখ নাজমুদ্দীন কোব্‌রা (রঃ)
|

১৮। হজরত শেখ সাইফুদ্দীন (রঃ)
|
১৯। হজরত শেখ বদরুদ্দীন (রঃ)
|
২০। হজরত শেখ রুকুনুদ্দীন (রঃ)
|
২১। হজরত শেখ নজিবুদ্দীন কামিল (রঃ)
|
২২। হজরত শেখ মখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মনেরী ফেরদৌসী (রঃ)
|
২৩। হজরত শেখ মুজাফফর শাম্স বলখী (রঃ)
|
২৪। হজরত শেখ তাওহীদ হোসাইন (রঃ)
|
২৫। হজরত শেখ মখদুম হাসান (রঃ)
|
২৬। হজরত শেখ বাহ্রাম (রঃ)
|
২৭। হজরত শেখ আবু আইয়ব কাহী (রঃ)
|
২৮। হজরত শেখ কাজিন বা উলা (রঃ)
|
২৯। হজরত শেখ হেদায়েত পীরে সারমাস্ত (রঃ)
|
৩০। হজরত মীর সৈয়দ আশরাফ (রঃ)
|
৩১। হজরত শেখ আহ্লুল্লাহ মোবারক (রঃ)
|
৩২। হজরত শাহ জাফর (রঃ)
|
৩৩। হজরত শাহ খলিলুদ্দীন (রঃ)
|
৩৪। হজরত শাহ সূফী মখদুম মোনায়েম খসরু পাকবাজ (রঃ)
|
৩৫। হজরত শাহ সূফী কুতুবুল আকতাব খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)
|
৩৬। হজরত সূফী শেখ জাহেদে (রঃ)
|
৩৭। হজরত সূফী সৈয়দ নুরুদ্দীন (রঃ)

ছিলছিলা এ মাদারীয়া-আমানতীয়া [২]

১। হজরত রেছালত পানাহ্ ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী ওয়াছাল্লাহ

২। হজরত মাওলা মুর্তাজা আলী মুশ্‌কিল কুশা (আঃ)
|
৩। হজরত ইমাম হোসাইন শহীদ-ই-দস্‌তে কারবালা (আঃ)
|
৪। হজরত শেখ রবীউদ্দীন শামী (রঃ)
|
৫। হজরত শেখ তৈফুর শামী (রঃ)
|
৬। হজরত শেখ রফীউদ্দীন শামী (রঃ)
|
৭। হজরত শেখ আইনুদ্দীন শামী (রঃ)
|
৮। হজরত শেখ আবদুল্লাহ মক্‌কী (রঃ) "বাতেনী পীর" ('বএজাজতে রুহানীয়াত')
|
৯। হজরত কুতুবুল এরশাদ বদীউল হক ওয়াদ্দীন শাহ মাদার (রঃ)
|
১০। হজরত শেখ সৈয়দ জুম্মন জিত্তি (রঃ)
|
১১। হজরত শেখ সির্‌রে মতীন (রঃ)
|
১২। হজরত শেখ মোহাম্মদ (রঃ)
|
১৩। হজরত সৈয়দ শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রঃ)
|
১৪। হজরত শেখ আমানুল্লাহ (রঃ)
|
১৫। হজরত শাহ সূফী হাছান (রঃ)
|
১৬। হজরত শাহ সূফী আব্দুর রহিম শহীদ (রঃ)
|
১৭। হজরত শাহ সূফী মোহাম্মদ আমানত (রঃ) (চট্টগ্রাম)
|
১৮। হজরত খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)
|
১৯। হজরত সূফী শেখ জাহেদ (রঃ)
|
২০। হজরত সূফী সৈয়দ নুরুদ্দীন (রঃ)

কোরান শরীফের পবিত্র বাণী-"ইন্নামাল হায়াতিদ্দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর" (The world is nothing but an illusion)—এজগৎ একটি মায়া মরীচিকা মাত্র, কিংবা "ইন্নামাল হায়তিদ্দুনিয়া ইল্লা লাওহীন ওয়া লাআবিন" (The world is nothing but plays and games for a few days)—এ জগৎ দুদিনের খেলা-ধূলা মাত্র—এ পবিত্র উক্তির মর্মবাণী এবং শাহেনশাহে বেলায়েত শেরে খোদা হজরত মাওলা মুর্তাজা আলী মুসকিল কোশা (আঃ)-এর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণা :

ইন্নামাদ্দুনিয়া ফানাও
লাইছা লীদ্দুনিয়া আনকাতুবো—(দেওয়ানে আলী)

—(ক্ষণস্থায়ী মাকড়সার জালের মতই ধ্বংশীল এ-দুনিয়ার অস্তিত্ব)-এর মর্মবাণী

সূফী-কবি সৈয়দ নুরুদ্দীনের কাব্যে তাঁর করুণ আর্তনাদের সুর স্থানে স্থানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

সৈয়দ নুরুদ্দীন কহে ভাবি চাহ মন।
দুনিয়ার সম্পদ সুখ নিশির স্বপন ॥

"ওয়াল্লাহুল মোস্তা'নো আ'লা মা তাছেফুন"—পবিত্র কোরানের এ পবিত্র বাণীর মর্মকথার প্রতিধ্বনি করে কবি বার বার করুণ কণ্ঠে আমাদের জানিয়েছেন :

সৈয়দ নুরুদ্দীন কহে ভাবি নিজ মনে।
সহায় না দেখি আমি নিরঞ্জন বিনে ॥

তথ্যনির্দেশ

১ এ সম্পর্কে একটি কাহিনী শাহজাদ-বংশীয় (শাহজাদখানী)-দের মধ্যে প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই—চট্টগ্রাম জেলার কোন জমীদার-নন্দন গত শতকের গোড়ার দিকে কোল-কাতায় পাঠরত অবস্থায় তথাকার কোন রাজ-বংশীয় (বোধকরি, টিপু সুলতানের বংশীয়) কোন "রাজনন্দন" (Blue Blood)-কে মারধর বা অন্য কোনভাবে অপমানিত করে 'গুরুতর মামলায়' জড়িয়ে পড়েন। তখন ঐ অপরাধী জমীদার-নন্দন-এর জননী—যিনি 'হিঙ্গুলী-রাজবংশীয়'দের দুহিতা ছিলেন-কান্নাকাটি করে তাঁর পিতৃকুলের "সোনার পাতে" (বোধকরি, সোনালী হরফে রূপার পাতে) লিখিত 'শাহী-সনদ'টি নিয়ে গিয়ে তাঁর নন্দনকে 'রাজকন্যা' (Princess)-এর সন্তানকে "রাজপুত্র" (Prince) বলে প্রমাণ করে সে-যাত্রা রক্ষা করেন। বলাবাহুল্য, শাহজাদ-বংশীয় (Royal decendents) দের বর্ণনা মতে জায়গীর ভূমি মহাল 'নসরত-ফতেহাবাদ' ও 'স্বাধীন হিঙ্গুলী'র মালিক রাজনন্দনদের "সাতখুন মাফ"-এর কথা লিখিত ছিল মোগল সরকার প্রদত্ত ঐ 'শাহী-সনদে'। 'হিঙ্গুলী রাজবাড়ী'র রাজকন্যা তাঁর পিতৃকুলের 'শাহীসনদে'র জোরে স্বীয় জমীদার পুত্রকে পরবর্তীকালে আরো বড় জমীদার হবার জন্য বাঁচিয়ে দিলেন; কিন্তু তাঁর পিতৃকুলকে দিলেন রসাতলে। ঐ শাহী সনদটি কোর্টে জমা দেবার পরে নাকি আর ফেরৎ পাওয়া যায়নি বা ঐ জমীদার পরিবার ইচ্ছাকৃতভাবেই ফেরৎ দেননি। ফলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রামস্থ 'চীফ্', (Chief) কুখ্যাত জে. ই. হার্ভী (John English Harvey) কোম্পানীর Resumption Proceedings-এর দোহাই দিয়ে 'হিঙ্গুলীর রাজপরিবারের সকল ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন ১৮৩৪-৩৮-এর মধ্যে। তখন রাজা আলাউদ্দীন দৌলাহ্র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রখ্যাত শাহ্জাদা "খান মোহাম্মদ ভূঞার" জ্যেষ্ঠপুত্র "দৌলত ঠাকুর"-এর সাধক-পুত্র শাহ্ কোতোয়ালে আলম জীবিত ছিলেন। পরবর্তীকালে লা-খেরাজ বাজেয়াপ্তির ধ্বংশাবশেষ হিসেবে এবং শীয়দের কয়েকজনের নামে কয়েকটি তালুক, যেমন—"তালুক খাদেম আলী", "তালুক কমর আলী", "তালুক আলীরাজা" ইত্যাদি তালুকের সৃষ্টি হয়েছিল; পরে সকল তালুকের অনেকগুলোই (১২০০ মণীর জরীফে রেকর্ডকৃত) 'ঘোড়-দৌড়ের মাঠ' ও 'রাজবাড়ী'সহ বড় ফেনীর গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২ এখানে হজরত খোন্দকার সূফী মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)-এর অবলম্বিত মাদারীয়া তরিকার পীরানে পীরদের ছিলছিলাহ প্রদর্শন করতে গিয়ে আমরা হজরত খোন্দকার মোহাম্মদ দায়েম (রঃ)-এর পীরে মুর্শিদ চট্টগ্রামের হজরত শাহ্ সূফী মোহাম্মদ আমানত(রঃ) থেকে হজরত কুতুবুল এরশাদ বদীউদ্দীন শাহ মাদার (রঃ) পর্যন্ত মরহুম হজরত শাহ সৈয়দ আহমদুল্লাহ্ রিজ্‌ভী রচিত 'আইনুন জারিয়া' গ্রন্থ এবং হজরত রেছালত পানাহ্ ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী ওয়াছাল্লাম থেকে শুরু করে হজরত কুতুবুল আকবর শাহ মাদার (রঃ)-এর "বাতেনী পীর" (অপ্রকাশ্য গুরু) তথা "ব এজাজতে রুহানীয়াত' হজরত শেখ আবদুল্লাহ্ মক্‌কী (রঃ) পর্যন্ত প্রখ্যাত গ্রন্থকার হজরত শেখ আব্দুর রহমান চীশ্‌তী (রঃ) রচিত 'মীরাত-ই-মাদারী' নামক গ্রন্থের অনুসরণ করেছি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১ মুসলিম বাংলা সাহিত্য : মুহম্মদ এনামুল হক

২ বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৩ পুঁথি পরিচিতি : আহমদ শরীফ সম্পাদিত

৪ লাইলী মজনু কাব্য (ভূমিকা) : আমহদ শরীফ সম্পাদিত (২য় সংস্করণ ১৯৬৬)

৫ সত্যকলি-বিবাদ সম্বাদ (পীর পরিচিতি) : আহমদ শরীফ সম্পাদিত

৬ চন্দ্রাবতী কাব্য (ভূমিকা) : আহমদ শরীফ সম্পাদিত

৭ ইমাম বিজয় কাব্য (ভূমিকা) : আলি আহমদ সম্পাদিত

৮ 'নকীব'—"আমাদের কুমিল্লা" : নীলুফার ইসলাম সম্পাদিত (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৫)

৯ হজরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস : সৈয়দ মুর্তজা আলী

১০ চট্টগ্রামের ইতিহাস : মাহবুবুল আলম (অলি দরবেশগণ)

১১ 'নসবনামাহ্ এ মুসন্নফ' : শেখ হামিদুল্লাহ খানবাহাদুর (১২৮৬ হিজরী-তে ফার্সী ভাষায় রচিত)

১২ আহাদিছুল খাওয়ানীন (ফার্সী) : শেখ হামিদুল্লাহ খানবাহাদুর

১৩ 'বাহারীস্তানে গায়েবী : "মির্জ্জা নাথন" (শিতাবখান) (ডক্টর এম. টি. বোরাহ্ কর্তৃক অনূদিত)

১৪ আকবর নামাহ্ (ফার্সী) : আল্লামা শেখ আবুল ফজল

১৫ আলমগীর নামাহ্ (ফার্সী) : মোহাম্মদ কাজিম

১৬ ফাতিয়া-ই-ইব্রিয়া (ফার্সী) : শিহাবুদ্দীন তালিশ

১৭ সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অব : খানবাহাদুর কবিরুদ্দীন আহমদ পরগনে দাঁদারা (নোয়াখালী), ১৯১৬

১৮ সার্ভে এণ্ড সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট অব চাক্‌লা রৌশনাবাদ : মিঃ কামিঙ

১৯ ডিস্ট্রিক্‌ট গেজেটিয়ার, চিটাগাং : মি. এল. এস. এস. ও'মালী

২০ ডিস্ট্রিক্‌ট গেজেটিয়ার, নোয়াখালী : মি. জে. ই. ওয়েব্‌স্টার

২১ দ্য এশিয়া (ভল্যুম-৭, লিসবন সংস্করণ-১৭৭৮) : জো অাঁ দ্য রেরোজ

২২ পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল : মি. জে, জে, এ, কেম্পোজ
২৩ রাজমালা : শ্রীকৈলাশ চন্দ সিংহ
২৪ 'বারভূঞা' : এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল
২৫ বাংলার বারভূঞা : শ্রীআনন্দমোহন রায়
২৬ অন দি বারাহ ভূঞাজ অব বেঙ্গল : জেমস্ ওয়াইজ (জে. এস. বি. ১৮৭৪)
২৭ টুয়েলব্ ভূঞাজ অব বেঙ্গল : জে. এ. হষ্টেন (জে. এস. বি. ১৯১৩)
২৮ বেঙ্গল চীফস্ স্ট্রাগল ফর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট : এন. কে. ভট্টশালী (বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট, ১৯২৯)
২৯ ট্রেভেল্স অব সিবাস্টিয়েন ম্যানরীক (১৬৪১) : [?]
৩০ দি ভয়েজ অব ফ্রাঁসো আ পীভার্দ : [?]
৩১ ট্রেভেলস্ অব মার্কোপোলো : [?]
৩২ ট্রেভেলস্ অব রালফফীচ্।
৩৩ চট্টগ্রামে পাঠান ও মগ রাজত্ব : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (ব. সা. প. প. ১৩৫৪)
৩৪ সার্দ্ধসপ্ত পরিবারের ইতিবৃত্ত : মৌ. মহতাস্সাম বিল্লাহ্ চৌধুরী (নবনূর ১৩১১ সাল)
৩৫ নোয়াখালীর ইতিহাস : মৌঃ মোকাররম বিল্লাহ্ চৌধুরী
৩৬ 'আইনুন জারিয়া' (উর্দ্দু) : শাহ সূফী সৈয়দ আহমদুল্লাহ রিজ্‌ভী (রঃ) (মিয়া সাহেবের ময়দান দরবার শরীফ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা)
৩৭ আসূদে গানে ঢাকা (উর্দ্দু) : হাকিম হাবিবুর রহমান
৩৮ মাজ্‌দায়ে ফজলে হক (উর্দ্দু) : হজরত শাহ সূফী লকিয়তুল্লাহ (রঃ), আজিমপুর দায়েরা শরীফ, ঢাকা
৩৯ মীরাত-ই-মাদারী (ফার্সী) : হজরত আব্দুর রহমান চীশতি (রঃ) (১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে রচিত)
৪০ 'সহীফায়ে সিদ্দীকিয়া' : হজরত সৈয়দ মোর্তাজা হোসাইন আবুল উলায়ী (কায়েতটুলী দরবার শরীফ, ঢাকা)
৪১ হজরত শাহ ছৈয়দ যকীউদ্দীন জেন্দা পীরের জীবন কথা (নোয়াখালীর শামপুর দায়েরা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা) : হজরত শাহ সূফী গোলাম মাওলা আল হোছায়নী চিশতী (খানকায়ে চিশতীয়া পণ্ডিত সার, ফরিদপুর)
৪২ হজরত শাহ সূফী গোলাম রহমান আল-হাসানী মাইজভাণ্ডারীর জীবন-চরিত : মাওলানা ছৈয়দ আবদুচ্ ছালাম ইছাপুরী (রঃ) (মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম)
৪৩ 'শাহজাদখানী রাজ পরিবার' : শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন (অপ্রকাশিত, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দুজন ছাত্র---কাজী সদরুল হক ও হাসানুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক যথাক্রমে ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে তাঁদের স্ব স্ব মনোগ্রাফে ব্যবহৃত এবং নানাজন কর্তৃক উদ্ধৃত)

৪৪ আফগান রুল ইন চিটাগাং : শ্রী এস. বি. কানুনগো

৪৫ সূফীতত্ত্বের মর্মকথা : চৌধুরী সামসুর রহমান

৪৬ স্টাডিজ ইন তাসাওফ (১৯২৩) : খাজা খান

৪৭ সূফীইজম ইন বেঙ্গল : মুহাম্মদ এনামুল হক

৪৮ বেলায়তে মোতলাকা (দ্বিতীয় সংস্করণ) : মাওলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন মাইজভাণ্ডারী

৪৯ হোয়াট ইজ ম্যান ? হজরত শাহ মোহাম্মদ বদিউল-আলম (রঃ) (চট্টগ্রাম)

৫০ দি ম্যাটাফিজিকস্ অব রুমী (১৯৩৩) : খলিফা আবদুল হাকিম (লাহোর)

৫১ ফিলোসফি অব দি কোরআন (১৯৩৮) : আলহাজ হাফিজ গোলাম সরওয়ার (লাহোর)

৫২ দি জেভেলপম্যাণ্ট অব ম্যাটাফিজিকস্ ইন ফার্সিয়া : আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল (লাহোর)

৫৩ বাংলাদেশের পীর আওলীয়াগণ : আলহাজ মাওলানা এম. ওবায়েদুল হক (অধ্যক্ষ, ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা)

৫৪ সূফী নূর মোহাম্মদ ছাহেবের জীবনী (১৯৬৩) : অধ্যাপক মোঃ রিজওয়ানুল হক ইসলামাবাদী (রঃ) (মীরশ্বরাই, চট্টগ্রাম)

৫৫ রিয়াজুন নূর (ফার্সী) (১২৯৯ হি.) : মাওলানা আজির উদ্দীন মোহাম্মদ

৫৬ মস্নবী এ গঞ্জেরাজ : হজরত শাহ সূফী মাওলানা আবদুর রহমান ফতেহাবাদী (রঃ)

৫৭ সিফ্ত নামা (১৮০০) : সূফী কবি নূরুল্লাহ্ (রঃ)

৫৮ বাংলার সূফী সাহিত্য : আহমদ শরীফ সম্পাদিত

৬০ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস : নাজিরুল ইস্লাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

৬১ ফতেহাবাদের আউলিয়া-কাহিনী : সৈয়দ ইনায়েত হুসাইন রিযবী

৬২ 'ইউসুফ-জুলেখা কাব্য ও কবি শাহ মোহাম্মদ' : শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন (মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৯৭১)

৬৩ 'নিজামপুরের ভূঞা শাহজাদা খান মোহাম্মদ' : ঐ (মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৭১)

৬৪ 'শেখ খাদেম আলী মুন্সী—(আলহেরা সুবর্ণ : ঐ জয়ন্তী সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৩)

৬৫ 'বিদ্রোহী সামন্ত মোহাম্মদ আলী : ঐ (আলহেরা, জুন, ১৯৬৬)

৬৬ 'ফেনী নামের ইতিবৃত্ত' : ঐ (শতবর্ষ ফেনী, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৬)

৬৭ 'ফেনী বনাম আমীরগাঁও' : ঐ (আলহেরা বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮৪)

৬৮ 'কোম্পানী আমলে বাংলার মুসলিম সমাজ' : ঐ (আলহেরা, জানুয়ারী, ১৯৬৭)

৬৯ 'বীরযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী' : ঐ শতবর্ষ পূর্তি নোয়াখালী পৌরসভা, ১৯৮২)

৭০ 'হিষ্টরী অব আমীরাবাদ' : শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন
(মর্নিং নিউজ, ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৬৩)

৭১ 'ফাল্‌গুণকরা' : "ইব্‌নে রশীদ" (প্রফেসর নজমুল করিম)

৭২ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় : সুখময় মুখোপাধ্যায়

৭৩ গাজীনামা (১৮ শতকের শেষ দিকে রচিত) : শেখ মনোহর

৭৪ সমশের গাজীর পুঁথি : মৌঃ লুৎফুল খবীর

৭৫ সম্মিলনী পত্রিকা (১৩২৩) : ঢাকা

৭৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, ব.স.প. কলিকাতা
(চণ্ডীদাস বিরচিত)

৭৭ শেখুল আকবর মহাত্মা
মহীউদ্দীন ইবনুল আরবী : মাওলানা খাজা ছাইফুদ্দীন, মাসিক আল মাহদী, ২য় বর্ষ,
১ম সংখ্যা ১৯৭৫

৭৮ বোর্ড অব রেভেনিউ : সিরিজ-১৯৭৫

৭৯ রেভেনিউ হিষ্টি অব্ চিটাগাঙ : জে. এস. কটন

৮০ আমার জীবন : নবীনচন্দ্র সেন
(১ম ও ২য় ভাগ)
ব. স. প. প্রকাশিত

৮১ আন্‌ওয়ারুয্ যাকেরীন : ক্বারী মাওলানা মুশতাক আহ্‌মদ ফারুকী খানকায়ে দায়েমীয়া, ছোট দায়েরা শরীফ, আজিমপুর, ঢাকা।